সেনা কল্যাণ সংস্থা

সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/মৃত সদস্যদের অসহায় পত্নীদের দুঃস্থ ভাতার আবেদনপত্র

১ম পরিচেছদ

(প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/মৃত সদস্যদের পত্নী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

১। আবেদনকারিনীর নাম ঃ.....

২। আবেদনকারিনীর স্বামীর নং ঃ.....পদবী ঃ.....

নাম ঃ.....কোর/রেজিমেন্ট ঃ.....

ভর্তির তারিখ ঃ.....অবসরের তারিখ ঃ.....

অবসরের কারণ ঃ.....

মৃত্যুর তারিখ ঃ.....

৩। আবেদনকারিনীর বর্তমান বয়স ঃ ..... (জন্ম তারিখ অনুসারে)

৪। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ..... পোষ্ট ঃ.....
থানা/উপজেলা ঃ..... জেলা ঃ.....

৫। বতমান ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ..... পোষ্ট ঃ.....
থানা/উপজেলা ঃ..... জেলা ঃ.....

৬। পরিবারের তালিকা (সন্তান/সন্ততি)

নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ	পেশা	বর্তমান অবস্থান একান্নভূক্ত/আলাদা

৭। সম্পত্তির বিবরণ ঃ

ক। জমির পরিমানঃ .....

খ। স্থাবর/অস্থাবর সম্পতিঃ .....

৮। পেনশন ভাতার পরিমান (পেনশনভূক্ত হইলে ব্যাংক শাখার নাম ও হিসাব নং উল্লেখ করিতে হইবে)ঃ.....
.....

৯। আবেদনকারিনীর বর্তমান পেশা ঃ.....

১০। আবেদনকারিনীর সর্বমোট আয়ের পরিমান ঃ.....

১১। আবেদনকারিনীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি, পুনঃবিবাহে আবদ্ধ হয় নাই, শহীদ/মৃত স্বামীর প্রমানপত্র, আয়ের সনদপত্র, জমাজমি/সম্পত্তি ও বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বয়স্ক ভাতা বা অনুরুপ কোন ভাতা পাইতেছেন না এই মর্মে পৌর/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

প্রত্যায়ন পত্র

"আমি এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যাদি সম্পূর্ণ সত্য এবং কোন প্রকার তথ্য গোপন করি নাই। প্রদত্ত তথ্যাদি মিথ্যা প্রমানিত হইলে আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে"।

.....
আবেদনকারিনীর স্বাক্ষর

স্থান ঃ .....
তারিখ ঃ .....

২য় পরিচেছদ
(সংশি- ষ্ট জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড কর্তৃক পূরণ করিবেন)

১২। এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা যাইতেছে যে, উপরোল্লিখিত পরিচেছদে বর্ণিত তথ্যাদি অবসরপ্রাপ্তির সনদপত্র/ পেনশনের দলিলপত্র, পৌর/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র ও অন্যান্য সূত্র হইতে যাচাই পূর্বক সঠিক পাওয়া গিয়াছে।

.....

স্থান ঃ ..... জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড

তারিখ ঃ .....

(সীলমোহর)

৩য় পরিচেছদ
(সংশি- ষ্ট রেকর্ড অফিস কর্তৃক পূরণ করিবেন)

১৩। অত্র রেকর্ড অফিস কর্তৃক রক্ষিত সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন/শহীদ/মৃত সৈনিকের দলিল দস্তাবেজ জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নথিপত্র সমূহ যথাযথভাবে পরীক্ষা/নিরীক্ষা করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করা হইলঃ

ক। সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন সৈনিক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন/জীবিত আছেন।

খ। আবেদনকারিনী সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন/শহীদ/মৃত সৈনিকের স্ত্রী।

গ। শহীদ/মৃত সৈনিকের স্ত্রী হিসাবে পেনশন পাইতেছেন/পেনশন প্রাপ্য নহে।

ঘ। পুনঃবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই/হইয়াছে।

ঙ। প্রকৃত অসহায় ও দুঃস্থ পরিবার হিসাবে গন্য/গন্য নহে।

চ। দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য/যোগ্য নহে।

ছ। অন্যান্য মতামতঃ.....

.....

.....

.....

.....

স্থান ঃ ..... রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ

তারিখ ঃ .....

(সীলমোহর)

অনুমোদিত হইল/হইল না ।

.....

স্থান ঃ ..... দুঃস্থ ভাতা মঞ্জুরী/অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

তারিখ ঃ .....

(সীলমোহর)

সেনা কল্যাণ সংস্থা প্রদত্ত দুঃস্থ ভাতার নিয়মাবলী

১। **কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেঃ**

ক। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, জেসিও, ওআর, এনসি(ই)দের অসহায় ও দুঃস্থ বিধবা পত্নীগণ।

খ। শহীদ/মৃত অফিসার, জেসিও, ওআর, পিএনজি, এমওডিসি, এনসি(ই)দের অসহায় ও দুঃস্থ পত্নীগণ।

গ। প্রাক্তন বৃটিশ, পাক-ভারতীয় মৃত সৈনিকদের দুঃস্থ পত্নীগণ।

ঘ। কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকগণই অসহায় ও দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য।

২। **নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য নয়ঃ**

ক। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী হইতে পদচ্যুত (ডিস্‌মিস্‌) সদস্যদের পত্নীগণ।

খ। প্রাক্তন রিক্রুটদের পত্নীগণ।

গ। উপার্জনশীল পত্নীগণ।

ঘ। বর্তমানে যাহারা বয়স্ক ভাতা বা অনুরুপ কোন ভাতা পাইতেছেন।

৩। **আবেদনপত্রঃ** সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত আবেদনপত্র পেনশন/ডিসচার্জ বহি প্রদর্শন পূর্বক বিনামূল্যে সংশ্লিষ্ট জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড অথবা রেকর্ডস অফিস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

৪। **কিভাবে আবেদন করিতে হইবে**

ক। আবেদনকারিনী আবেদনপত্রের ১ম পরিচেছদ সঠিকভাবে পূরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট সনদপত্র সহ ২য় পরিচেছদ পূরণের জন্য নিজস্ব জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডে দাখিল করিবেন।

খ। জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড আবেদনকারিনীর প্রদত্ত তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট সনদপত্রের সত্যতা যাচাই পূর্বক মতামত সহ ২য় পরিচেছদ সম্পন্ন করিয়া সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসে প্রেরণ করিবেন।

গ। সংশি- ষ্ট রেকর্ডস অফিস সমূহ প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলির তথ্য, সনদপত্র এবং রেকর্ডস অফিসে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী পরীক্ষা/নিরীক্ষা করিয়া প্রকৃত অসহায় ও দুঃস্থ পত্নীদের নির্ধারন পূর্বক মতামত সহ ৩য় পরিচেছদে ও আই সি (অফিসার-ইন-চার্জ) রেকর্ডস কর্তৃক স্বাক্ষর করিবেন।

৫। **যাচাইঃ** সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস আবেদনকারিনীর নিম্নলিখিত দলিলপত্র যাচাই করিবেনঃ

ক। আবেদনকারিনী সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/মৃত সৈনিকের প্রকৃত স্ত্রী কি না তাহা রেকর্ডস অফিসে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ এর মাধ্যমে যাচাই করা।

খ। প্রাক্তন/শহীদ/মৃত সৈনিকের স্ত্রী হিসাবে পেনশন পাইতেছেন/পেনশন প্রাপ্য নহেন তাহা যাচাই করা।

গ। পুনঃ বিবাহে আবদ্ধ হয় নাই এই মর্মে প্রদত্ত সনদপত্র অনুযায়ী যাচাই করা।

ঘ। প্রদত্ত সনদপত্র যাচাই করিয়া দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য কি না নিরুপন করা

দ্রষ্টব্যঃ উপরোক্ত তথ্যাদি যাচাই সত্বেও দুঃস্থ ভাতা মঞ্জুরী কমিটির চূড়ান্ত যাচাই করিবার অধিকার রহিয়াছে।

৬। **দুঃস্থ ভাতার বাৎসরিক হারঃ** সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভাতার অনুরুপ জন প্রতি বাৎসরিক ২,০০০.০০ (দুই হাজার টাকা) মঞ্জুরী প্রদান।

৭। **দুঃস্থ ভাতা প্রেরণ পদ্ধতিঃ** মঞ্জুরীকৃত টাকা (পূর্ণ বৎসর) সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস কর্তৃক নিরুপ পদ্ধতিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন (বৎসর গননা - জুলাই হইতে জুন)ঃ

ক। মঞ্জুরী প্রাপ্ত টাকা অসহায় ও দুঃস্থ বিধবাদের নামে ক্রস্‌ড চেকের মাধ্যমে প্রেরণ।

খ। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারিনী যে ব্যাংক হইতে পেনশন উত্তোলন করেন, সেই ব্যাংকের হিসাবের অনুকূলে ক্রস্‌ড চেকের মাধ্যমে প্রেরণ।

৮। **দুঃস্থ ভাতা নবায়নের পদ্ধতিঃ** দুঃস্থ ভাতা মঞ্জুরী প্রাপ্তদের পুনরায় পরবর্তী বৎসরের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নাই। উক্ত ভাতা নবায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই এই মর্মে পৌর/ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কতৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র অবশ্যই প্রতি বৎসরে **৩১শে** মার্চ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** প্রত্যেক দুঃস্থ ভাতাভোগীকে টাকা প্রাপ্তির পর ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অবশ্যই প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে।

১০। **দুঃস্থ ভাতা বাজেয়াপ্ত করণঃ** দুঃস্থ ভাতাভোগী কর্তৃক আবেদনপত্রে ইচছাকৃতভাবে কোন ভুল তথ্য প্রদান বা প্রদত্ত সনদপত্র মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলে আবেদনপত্র বাতিল সহ মঞ্জুরী কমিটি কর্তৃক দুঃস্থ ভাতা বাতিল/বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত যে কোন নিয়মের ব্যক্তিক্রম, ওভার-রাইটিং,ঘষামাজা/ছেঁড়া অথবা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র মঞ্জুরী কমিটি কর্তৃক বাতিল করিতে পারিবেন।